রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৩ সনের ১৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৪, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪৭—২৫৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৫—৪৭১
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৩—৬৫
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৩—৪৭৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৯
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২১ কার্তিক ১৪১৯/৫ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০০৭-৩৪০—যেহেতু জনাব মলয় কুমার রায় (৪৯৬৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়া-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতির" অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৯-৮-২০০৯ তারিখের সম/ডি১-বিমা-০১/২০০৭-৪১২নং প্রজ্ঞাপনে তাঁকে "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত" (Withholding of increment for two years) করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল ও রিভিউ আবেদন পেশ করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর আপিল ও রিভিউ আবেদন নামঞ্জুর করেন;

যেহেতু, তিনি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়ায় এ.টি-৭৪/২০১১ নম্বর মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় ২০-১২-২০১১ তারিখে তাঁর পক্ষে রায় হয়।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

পরবর্তীতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের নিমিত্ত বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলকে অবহিত রেখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই মর্মে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল মতামত প্রদান করেছেন;

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়া কর্তৃক এ. টি. ৭৪/২০১১ নম্বর মামলায় ২০-১২-২০১১ তারিখের রায়ে প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক জনাব মলয় কুমার রায় (৪৯৬৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়াকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of increment for two years) করার লঘুদণ্ড প্রদান সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৯-৮-২০০৯ তারিখের সম/ডি১-বিমা-০১/২০০৭-৪১২নং প্রজ্ঞাপনে জারীকৃত শাস্তির আদেশটি বাতিলপূর্বক তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩০ কার্তিক ১৪১৯/১৪ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০১১-৩৫৮—যেহেতু, জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের অধীনে আফগানিস্তানের শান্তি মিশনে পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স অফিসার (পি-৪-বি) পদে চাকুরীর অফার পেয়ে ১৬-৬-১৯৯৯ থেকে ১০-৯-১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) মাস ২৭ (সাতাশ) দিন প্রথম লিয়েন প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফায় ১০-১২-১৯৯৯ তারিখ হতে ৩১-১-২০০২ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) বৎসর ১ (এক) মাস ২১ (একুশ) দিন এবং তৃতীয় দফায় ১৩-৪-২০০৪ তারিখ হতে ৩১-১২-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসর ৮ (আট) মাস ১৮ (আঠার) দিন সর্বমোট ৪ (চার) বৎসর ১ (এক) মাস ৬ (ছয়) দিন লিয়েন প্রাপ্ত হন। তিনি লিয়েন থেকে প্রত্যাবর্তন করে বিগত ১-১-২০০৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। বিগত ৮-১-২০০৬ তারিখে তিনি পুনরায় লিয়েন মঞ্জুরের আবেদন করলে উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে বিগত ২২-১-২০০৬ তারিখে পত্র মারফত জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনরূপ লিয়েন মঞ্জুরের আদেশ ছাড়াই অননুমোদিতভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করে জাতিসংঘের অধীনে আফগানিস্তানের শান্তি মিশনে বিগত ১৫-২-২০০৬ তারিখে যোগদান করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ ও ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬) বিগত ১১-৩-২০১১ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাঁর লিখিত জনাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা না করায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিশদ তদন্তের জন্য জনাব মনোয়ার ইসলাম এন.ডি.সি. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মনোয়ার ইসলাম, এন.ডি.সি. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা বিগত ১২-৭-২০১১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ ও ডিজারশন" এর অভিযোগ আংশিকভাবে প্রমাণিত এবং উক্ত বিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি আংশিক দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্তে জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ ও ডিজারশন" এর অভিযোগ তদন্তে আংশিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিগত ২৫-১০-২০১১ তারিখে জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬)-কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে বিগত ১৪-১১-২০১১ তারিখে তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করে তাঁর লিয়েনের বিষয়টি অনিষ্পণ্ন থাকায় তিনি কাজে যোগদান না করে জাতিসংঘের অধীনে চাকুরি অব্যাহত রেখেছেন মর্মে জবাবে উল্লেখ করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে নতুন কোন তথ্যাদি উপস্থাপন না করায় এবং সরকারি বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা অনুমতিতে বিদেশে কাজ করায় ইতঃপূর্বে তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ ও ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামতের আলোকে উক্ত অভিযোগের দায়ে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে আদেশ জারীর দিন থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড প্রদান বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোশতাক আহমেদ (১৭০৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাঁকে আদেশ জারীর দিন থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হল।

তারিখ, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/২২ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১২-৩৬৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন (৪৯০৯), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ হিসেবে ২৫-৭-২০০৬ হতে ৭-৫-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর ৮টি সীট বিশিষ্ট ৪টি রুমে বসবাস করে ৩ সীটের ভাড়া প্রদান করেছেন এবং বাকী ৫ সীটের ভাড়া পরিশোধ করেননি। উক্ত ৫টি সীটের ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে ৪৭৫০ টাকা হারে কর্মকালীন সময়ে জুলাই/০৬ হতে মার্চ/০৭ পর্যন্ত মোট ৩১০৮০ টাকা পরিশোধ না করে জেলা পরিষদের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন। তাছাড়া, তিনি জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর ১নং ভবনের সবগুলো কক্ষসহ ১নং ভি.আই.পি. রুম হতে ফ্রীজ, অটোবির খাট, রঙ্গিন টিভি, চাদর, বালিশ, দুটি ভাল কম্বল, কিচেন রেগ ব্যবহার করা সত্ত্বেও উক্ত ভবনের গ্যাস বিল বাবদ ১৪৪০০ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪১৪৫/৪৪ টাকা পরিশোধ না করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫-৯-২০১২ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১২-৩০২নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হলে তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২০-১১-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগত শুনানীকালে সরকার পক্ষে জনাব মোঃ আনিছুজ্জামান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ-এর বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন (৪৯০৯) এর কৈফিয়তের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি অভিযোগ বিবরণীতে বর্ণিত কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর ৫টি সীটের ভাড়া বাবদ ৩১০৮০ টাকা, গ্যাস বিল বাবদ ১৪৪০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪১৪৫/৪৪ টাকা এবং জীপ গাড়ীর অতিরিক্ত জ্বালানী বাবদ ১৩৯৯৬/৮০ টাকাসহ তাঁর নিকট যাবতীয় পাওনাদি অর্থাৎ সর্বমোট ৬৩৬২২/২৪ টাকা জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ এর নামে পরিচালিত রূপালী ব্যাংক, কিশোরগঞ্জ শাখার এসটিডি-২৫নং হিসাবে ২-১০-২০১২ তারিখে যথারীতি জমা প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত অর্থ জমা প্রদানের স্বপক্ষে ব্যাংক রশিদ, বিবিধ আদায়ের রশিদসহ বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রও জবাবের সঙ্গে দাখিল করায় জনাব মোঃ আব্দুল মতিন (৪৯০৯)-কে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল মতিন (৪৯০৯), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ বর্তমানে পরিচালক (উপ-সচিব), বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(২)(এ) অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/২৮ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১১.২০১১-৩৬৭—যেহেতু, জনাব মোঃ সামসুল আলম (৩৫৫০), প্রাক্তন প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী বর্তমানে পরিচালক (উপ-সচিব), বিনিয়োগ বোর্ড, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১১.২০১১ নং বিভাগীয় মামলায় গত ১০-৬-২০১২ তারিখের গত ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১১.২০১১-১৯৩ নং প্রজ্ঞাপনে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "০১(এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of one increment for one year) করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ সামসুল আলম (৩৫৫০) মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১৭ বিধি অনুযায়ী আপিল আবেদন পেশ করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে আপিল আবেদন মঞ্জুর করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ সামসুল আলম (৩৫৫০), প্রাক্তন প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী বর্তমানে পরিচালক (উপ-সচিব), বিনিয়োগ বোর্ড, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১১.২০১১ নং বিভাগীয় মামলায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "০১(এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of one increment for one year) করার লঘুদণ্ড প্রদানের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১০-৬-২০১২ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১১.২০১১-১৯৩ নং প্রজ্ঞাপনে জারীকৃত শাস্তির আদেশটি বাতিলপূর্বক তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২(৪) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৭ কার্তিক ১৪১৯/১ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮৩.০২৭.০২.০০.০০৪.২০০৮-৭০০—যেহেতু, জনাব আতাউল করিম (৪৮১০), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (পূর্বতন মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ২০-৫-২০০৮ তারিখে সম/ডি৪(বিমা)-৪/২০০৮-২৬৬ নং স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১১-২-২০০৯ তারিখ কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। তাঁর জবাবে ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন না করায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয়টির তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ২৯-৩-২০০৯ তারিখের

সম/ডি৪(বিমা)-৪/২০০৮-১১১ নং স্মারকে জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ (৪৭৯৫), জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর প্রাক্তন উপ-সচিব, সচিবালয় ও কল্যাণ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৮-৬-২০০৯ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তের পর্যালোচনা এবং ফলাফল অংশে উল্লেখ করেছেন যে, মেয়াদ পূর্তির আগে অনুমতি পত্রের শর্তানুসারে লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করায় এবং তাঁর আবেদন নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার প্রেক্ষপটে তিনি যথাসময়ে কাজে যোগদান না করে পদত্যাগ পত্র দেয়ায় এবং সরকারি পাওনাদি যথাযথ খাতে জমা দেয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগ অভিযোগাকারী পক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি। তাঁর মতে, অভিযোগকারী পক্ষের উপস্থাপিত কাগজপত্র এবং বক্তব্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত বিবৃতি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমত অসদাচরণ ও ডিজারশন এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। গত ১৯-৪-২০১০ তারিখের ০৫.১৮৩. ০২৭.০২.০০.০০৪.২০০৮-১৯১ নং স্মারকে তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ (৪৭৯৫)-কে অভিযোগসমূহ পুনরায় তদন্ত করে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি ৮-১০-২০১১ তারিখের ৫০৮-গোঃ নং স্মারকে জানান যে, বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে অভিযোগসহ প্রাসংগিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় এটি পুনঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, যে দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ডিজারশনের অভিযোগ আনা হয়েছে তার যৌক্তিক ভিত্তি নেই। জনাব আতাউল করিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ইতোপূর্বে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদন পুনরায় বিবেচনা করার বিনীত অনুরোধ জানান। তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিয়েন মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন, লিয়েন থাকাকালীন তাঁর প্রদেয় অংশ পরিশোধ ও সর্বোপরি তাঁর চাকুরী থেকে ইস্তফা দেয়ার আবেদনসহ সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হলো। প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর ইস্তফাপত্র দাখিলের বিষয়টি বিবেচনায় এনে জনাব আতাউল করিম (৪৮১০)-কে আনীত বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে;

সেহেতু, জনাব আতাউল করিম (৪৮১০), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ, ২০ কার্তিক ১৪১৯/৪ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮৩.০২৭.০২.০০.০০১.২০০৮-৭০১—যেহেতু, জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ (১৭১১), প্রাক্তন চার্জ অফিসার, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়ক কর্মকর্তা (বাউঃ-২) ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব (সংযুক্ত) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিগত ২২-৫-২০০৪ তারিখ হতে ২৭-৬-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে চার্জ অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। জরিপ অধিদপ্তরের ২-৩-২০০৬ তারিখের জরিপ-চাঃ অঃ-১/৩৩/২০০৫/১৫৪৫ নং স্মারকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খতিয়ান মুদ্রণ সংক্রান্ত কমিটিতে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়ক কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। খতিয়ান মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজের অনুকূলে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত খতিয়ান ও বাঁধাই/ভলিউমের প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিল প্রস্তুত করা বিধিসম্মত থাকলেও তিনি সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূত ভাবে চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আংশিক দাবীকৃত টাকার বিলের ৪ (চার) টি পৃথক চালানের গায়ে "ডিজিটাল খতিয়ান বুঝে পাওয়া গেল" মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যাদেশের চুক্তি অনুযায়ী সমুদয় খতিয়ান মূল ভলিউম হতে Scanning, Editing, Data base তৈরী করে Software DVD/CD সেটেলমেন্ট প্রেসের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সরবরাহ করার শর্ত থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে খতিয়ান সংক্রান্ত তথ্যের (খতিয়ান, ডাটা, ইজা/জের, ফিরিস্তি ও দাগের সূচীসহ) ৪টি DVD/CD install করে varify না করে সেটেলমেন্ট প্রেসে জমা রাখেন;

যেহেতু, জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ (১৭১১), উক্ত কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব-নিকাশ রাখা, প্রশাসনিক ও আর্থিক যাবতীয় বিষয় নিষ্পন্ন করা, কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়নসহ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কর্তব্যকর্মে অবজ্ঞা ও উদাসীনতা প্রদর্শন এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করলে তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য বিগত ১০-১-২০০৮ তারিখে ১ম কারণ দর্শানের নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৯-১-২০০৮ তারিখে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করলে গত ৬-৫-২০০৮ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গৃহীত হয়। অভিযুক্তের জবাব এবং শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয়টি অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ ফিরোজ মিয়া (১১৮১), প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব (বিধি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), বেগম ফরিদা নাসরিন (২৩৩৫) প্রাক্তন উপ-সচিব ও সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), জনাব মোঃ মুয়াজ্জেম হোসেন (৩৪৫১), প্রাক্তন উপ-সচিব (তদন্ত-২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) এর সমন্বয়ে বিগত ২০-৫-২০০৮ তারিখে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড গত ১০-৯-২০০৮ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ (১৭১১), এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে কেন তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি মোতাবেক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাঁকে দ্বিতীয় (২য় বার) কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিগত ১০-৫-২০০৯ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রেরণ করেন। এ পর্যায়ে উক্ত জবাব বিবেচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তাঁকে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, ১৯৭৯ এর ৬নং বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের অভিমত চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন গত ৮-৮-২০১২ তারিখ জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ (১৭১১) কে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ (১৭১১), এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ধরন, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন, পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন, পিএসসি'র মতামত এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকুরিজীবন, বয়স ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তিনি বিগত ২৫-১০-১৯৮৩ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। তার চাকুরীকাল প্রায় ২৯ (ঊনত্রিশ) বছর। দীর্ঘদিন সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে তিনি প্রজাতন্ত্রের সেবা দিয়েছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ আনয়ন করা হয়। উক্ত অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হলেও তদন্ত বোর্ড কর্তৃক শুধু "অসদাচরণ" এর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বিভাগীয় মামলায় তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service) প্রদান অত্যন্ত কঠোর বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্তের পরিবর্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দানের (Compulsory Retirement) সিদ্ধান্তটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ (১৭১১), প্রাক্তন চার্জ অফিসার, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়ক কর্মকর্তা (বাউঃ-২) ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব (সংযুক্ত) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁকে চাকুরী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দানের (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড প্রদান করা হ'ল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩০ কার্তিক ১৪১৯/১৪ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.১৮৩.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১১-৭২২—বেগম জুমবী চাকমা (৬৫৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি-এর সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন বিগত ৩০-১০-২০০৮ তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লিয়েন গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১-১১-২০০৯ তারিখ থেকে ৩১-১০-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৪ (চার) বছরের জন্য UNDP এর Promotion of Development and Confidence Building in CHT (UNDP-CHTDF) প্রকল্পে LGICB Cluster Leader পদে চাকুরী করার জন্য লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে বেগম জুমবী চাকমা (৬৫৮০), কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ অবহিত না করে UNDP এর Promotion of Development and Confidence Building in CHT (UNDP-CHTDF) প্রকল্পে LGICB Cluster Leader পদে চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে অননুমোদিতভাবে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করলে তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানায় (রেজিঃ এডি) এবং স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জারীকারক কর্তৃক জারী করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত বা ডাকযোগে কোনভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ এর জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় বিগত ২২-২-২০১২ তারিখে বেগম শামিমা ইয়াছমিন (৫২১০), উপ-সচিব (তদন্ত-১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা বিগত ৩০-৪-২০১২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে বেগম জুমবী চাকমা (৬৫৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশনের' অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে কেন তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি মোতাবেক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানায় (রেজিঃ এডি) এবং স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জারী করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত বা ডাকযোগে কোনভাবেই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানের নোটিশ এর জবাব দাখিল করেননি; কর্মস্থলেও যোগদান করেননি। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, ১৯৭৯ এর ৬নং বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের অভিমত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন বেগম জুমবী চাকমা (৬৫৮০) কে চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, বেগম জুমবী চাকমা (৬৫৮০) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, বেগম জুমবী চাকমা (৬৫৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক লিয়েনে নিয়োজিত চাকুরী পদত্যাগের তারিখ ৩০-৯-২০০৯ হতে তাঁকে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/৪ ডিসেম্বর ২০১২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৭.১২-৯৬১—যেহেতু, জনাব মোহাঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (১৫১৮০), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে গত ৬-৬-২০১১ তারিখে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মামলা নং ২৭/২০১১ ও ২৮/২০১১ এ অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হতে জরিমানার টাকা আদায় করে ডি.সি.আর. বহিতে না লিখে বেঞ্চ সহকারীর নিকট উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাখা এবং পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকের কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডি.সি.আর. বহি ১/২০১১ এর যথাক্রমে ০৪১৩২৭ ও ০৪১৩২৮ নং ক্রমিকের পাতায় জরিমানার অংক লিখা, গত ৭-৬-২০১১ তারিখ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকেই ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহর এলাকার নিতাইগঞ্জসহ অন্যান্য এলাকায় বিশুদ্ধ খাদ্য আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টিসহ আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের ভাবমূর্তি রক্ষার পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুরে সহকারী কমিশনার পদে কর্মরত থাকাকালীন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, মাদারীপুর শাখা হতে আসবাবপত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে ১২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করে সাময়িকভাবে খেলাপী হওয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে অবহিতকরণের ফলে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০-৬-২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.০১. ০১৪.১১-৫৩৮ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৬-৭-২০১২ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর প্রার্থীতমতে ৩০-৮-২০১২ ও ২১-১১-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, সরকার পক্ষের প্রতিনিধি ও অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, নথি ও রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৬-৬-২০১১ তারিখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পর ডি.সি.আর. বহিতে টাকার অংক না লিখে পরে জেলা প্রশাসকের কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডি.সি.আর. এর কার্বন কপিতে টাকার অংক লেখা, গত ৭-৬-২০১১ তারিখ ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েও উক্ত এলাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ শহরস্থ নিতাইগঞ্জ ও আশে পাশের এলাকার হোটেলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার আচরণের অগ্রহণযোগ্যতার অভিযোগ এবং ব্যাংক ঋণের কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ না করা, ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করা এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করায় প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে দোষী।

সেহেতু, জনাব মোহাঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (১৫১৮০), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগ একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার" (withholding of an increment for one year) লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো। আদেশ জারীর তারিখ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৫.১১-৯৬৯—যেহেতু, জনাব এ. বি.এম. এহছানুল মামুন (১৫৯৫৫), সহকারী কমিশনার (ভূমি), নগরকান্দা, ফরিদপুর প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কিশোরগঞ্জ এর বিরুদ্ধে গত ২২-৩-২০১০ তারিখে জরিমানার টাকা পরিশোধ করা সত্ত্বেও কিশোরগঞ্জের গৌরাঙ্গ বাজারের আকন্দ ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স এর দোকান থেকে ৪(চার)টি ২১″ Samsung টিভি ও ৯(নয়) টি ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার জব্দ করা ও পরবর্তীতে ফেরত প্রদান না করা এবং ২২-১১-২০০৯ তারিখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে মটর সাইকেল চালককে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করে ডি.সি.আর. এর কার্বন কপিতে ১০০ (এক শত) টাকা লিপিবদ্ধ করে বাকী ১৯০০ (এক হাজার নয়শত) টাকা আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৫-৯-২০১১ তারিখের ০৫.১৮২.০০১.০০. ০০.০০২.২০১১-৪৯০ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৩-১২-২০১১ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানি চাইলে গত ২৮-২-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিঅন্তে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (আইন কোষ) জনাব আ. ন. ম. কুদরত-ই-খুদা কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ১৬-৯-২০১২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব এ. বি. এম. এহছানুল মামুন (১৫৯৫৫) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার নথিপত্র, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় জনাব এ. বি. এম. এহছানুল মামুন (১৫৯৫৫) এর বিরুদ্ধে আনীত ২য় অভিযোগ অর্থাৎ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মোটর সাইকেল আরোহীকে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করে ডি.সি.আর. প্রদান করে কার্বন কপিতে ১০০ (একশত) টাকা উল্লেখ করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য পেশকারকে প্রদান করে

অবশিষ্ট ১৯০০ (এক হাজার নয়শত) টাকা আত্মসাৎ করা এবং মোবাইল কোর্ট মামলার নথি সংরক্ষণ না করা বা সংরক্ষণের জন্য পেশকারের নিকট ফেরত প্রদান না করার অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দুই বৎসরের জন্য স্থগিত" (withholding of an increment for two years) রাখার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব এ. বি.এম. এহছানুল মামুন (১৫৯৫৫), সহকারী কমিশনার (ভূমি), নগরকান্দা, ফরিদপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দুই বৎসরের জন্য স্থগিত" (withholding of an increment for two years) রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হল। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো। আদেশ জারীর তারিখ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

বিধি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ আশ্বিন ১৪১৯/১০ অক্টোবর ২০১২

নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০৩৪.১২-৩১৬—সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট পদের শতকরা ৮০ ভাগ জাত হরিজনদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। তবে জাত হরিজন প্রার্থী পাওয়া না গেলে সে সকল পদ সাধারণ প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা যাবে।

২। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীনস্থ সকল পর্যায়ের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হ'ল।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

বিধি-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ কার্তিক ১৪১৯/১৪ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০৪.১১-৩২৫—নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ উপলক্ষে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে ভোটের দিন ১৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ/৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ তারিখ রবিবার জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ ছুটি (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে উক্ত পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে) ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মাঠ প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ কার্তিক ১৪১৯/৭ নভেম্বর ২০১২

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৫.০৪৯.১২-২৯২—নির্দেশিত হয়ে নিকারের ১০৫ এবং ৯৪তম সভার সিদ্ধান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৪ এর ১৯-৭-২০১২ তারিখের ০৭.১৫৪.০১৫. ০৫.০০.০০৬.২০১২-৩১৫ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন অধিশাখা-২ এর ৪-৯-২০১২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৫.০১১.১২-২০১ নং স্মারক এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩-৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/ কপগ-১১/২০০১-১১১ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ক্যাডার পদ সৃজনের সংশ্লিষ্ট সকলের অনুমোদনক্রমে পটুয়াখালী জেলার নবসৃষ্ট রাঙ্গাবালী উপজেলার "উপজেলা ভূমি অফিস" এবং রাজবাড়ী জেলার নবসৃষ্ট কালুখালী উপজেলার "উপজেলা ভূমি অফিস" এর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)র (১+১)=০২ (দুই)টি স্থায়ী পদ সৃজনের সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম ও সংখ্যা	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত বেতন স্কেল	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল, ২০০৯	বেতন নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি
(১)	সহকারী কমিশনার (ভূমি) ১×২=০২	১১০০০–২০৩৭০/-	১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড)	বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তার মধ্য হতে পদায়নের শর্তে।

২। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারী করা হলো।

মোঃ সোহেল ইমাম খান
উপ-সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সচিবালয় শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৯/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১২২.০০.০৯৮.১২-৬৯—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন (পরিচিতি নম্বর ১১২১২) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বিগত ০৭-০২-২০১৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩.০০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ০৫-০৭-১৯৮১ তারিখে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং ০১-১১-২০১২ তারিখে সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

মরহুম মোঃ মোশাররফ হোসেন ০৬-০৪-১৯৫৭ তারিখে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর উপজেলার গাছা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম মোঃ মোশাররফ হোসেন কর্মজীবনে একজন সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে মরহুম মোঃ মোশাররফ হোসেন এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৮ ফাল্গুন ১৪১৯/১২ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৩.১২-১৭৪—যেহেতু, জনাব অংশু জ্যোতি ফৌজদার (১৬৪১৩), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা এর বিরুদ্ধে বিগত ০৬-০২-২০১১ হতে ০৭-০২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ২(দুই) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করে গত ০৮-০২-২০১১ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে জেলা প্রশাসক, বরগুনা কর্তৃক আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে ৩১-০১-২০১২ তারিখ বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য বেগম শামীমা ইয়াসমিন, উপ-সচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৭-০৬-২০১২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং এতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩) (সি) বিধিতে বর্ণিত গুরুদণ্ড "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ২৩-০৮-১২ তারিখ তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, জনাব অংশু জ্যোতি ফৌজদার (১৬৪১৩) এর বিরুদ্ধে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" গুরুদণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে ০৮-১১-১২ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব অংশু জ্যোতি ফৌজদার (১৬৪১৩) কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদিসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) এর আওতায় জনাব অংশু জ্যোতি ফৌজদার (১৬৪১৩) কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রেখে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব অংশু জ্যোতি ফৌজদার (১৬৪১৩) কে "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব অংশু জ্যোতি ফৌজদার (১৬৪১৩), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) মোতাবেক তাঁকে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৪.১২-১৭৫—যেহেতু, বেগম মেহজাবীন তাসনুভা আসলাম (১৬৪৫৭), সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর গত ০১-১২-২০১০ তারিখ রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস) হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ০১-১২-২০১০ তারিখ হতে ০৩-১২-২০১০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৩(তিন)

দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে তাঁকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধায় শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়। তিনি উক্ত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতও করেননি। গত ০৩-১২-২০১০ তারিখের পর হতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০১-০৩-২০১২ তারিখে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য বেগম সালেহা আফরোজ, উপ-সচিব (বাবাকো), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ১২-০৭-২০১২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং এতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩) (সি) বিধিতে বর্ণিত গুরুদণ্ড "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ২৯-০৮-১২ তারিখ তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে ১২-১১-১২ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম মেহজাবীন তাসনুভা আসলাম (১৬৪৫৭) কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদিসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী বেগম মেহজাবীন তাসনুভা আসলাম (১৬৪৫৭)-কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রেখে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বেগম মেহজাবীন আসনুভা আসলাম (১৬৪৫৭)কে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, বেগম মেহজাবীন তাসনুভা আসলাম (১৬৪৫৭), সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারশন (Desertion)" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) মোতাবেক "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ মাঘ ১৪১৯/৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৪.২০০৮-৫৮—যেহেতু, জনাব মোঃ মানিকহার রহমান (৬৭৭০), প্রক্তান সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নেছারাবাদ, পিরোজপুর বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিরোজপুর বাগেরহাট সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন বিধি বহির্ভূতভাবে নামজারী ও জমাভাগ করার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচারণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার পর্যায়সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মানিকহার রহমান (৬৭৭০) এর বিরুদ্ধে "অদক্ষতা" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের গত ২১-১২-২০০৮ তারিখের সম/ডি৫/(বিঃমাঃ)-০৪/২০০৮-৭৪৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁর "০১(এক) টি বার্ষিক বেতন পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মানিকহার রহমান (৬৭৭০) উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, খুলনা এ.টি-৩১/২০০৯ নং মামলা দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত গত ২৩-০৩-২০১০ তারিখে দো-তরফা সূত্রে মঞ্জুর করেন অর্থাৎ প্রার্থীর পক্ষে রায় ঘোষিত হয় যে, "২১-১২-২০০৮ তারিখে আদেশে আবেদনকারীর একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হইতে এক বছরের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ অবৈধ এবং বেআইনী মর্মে ঘোষণা করা হল। আবেদনকারী তাঁর বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য আইনানুগত আর্থিক সুবিধাদি পাবেন এবং উহা প্রদান করবার নিমিত্ত অত্র আদেশ আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে কার্যকর করার জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশ দেয়া হল"। সরকার পক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ.এ.টি মামলা নং ১১০/২০১০ দায়ের করলে এ.টি ৩১/২০০৯ নং মামলায় যে রায় ও আদেশ দেয়া হয়েছিল তা বহাল রাখার আদেশ হয়;

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের উক্ত চূড়ান্ত আদেশের ভিত্তিতে জনাব মোঃ মানিকহার রহমান (৬৭৭০), প্রাক্তন সহকারি কমিশনার (ভূমি), বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নেছারাবাদ, পিরোজপুর বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে ২১-১২-২০০৮ তারিখের

সম/ডি৫/(বিঃমাঃ)-০৪/২০০৮-৭৪৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত লঘুদণ্ড এতদ্বারা বাতিল করা হল। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২২ ফাল্গুন ১৪১৯/৬ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১০.২০১২-৯৭—যেহেতু, জনাব মিনা মাসুদ উজ্জামান (পরিচিতি নং ৬৮৭৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, মাগুরা বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহি অফিসার হিসেবে গত ৩০-০৮-২০০৮ হতে ২৮-১২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালীন শ্রীপুর উপজেলায় এল. জি.এস.পি.এর অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের কাজ মানসম্মত না হওয়ায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বিশেষ এলাকা উন্নয়ন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্পের ২০১০-১১ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে গৃহীত প্রকল্পে ০৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মধ্যে ০২ টি নলকূপ স্থাপন করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯-১২-২০১২ তারিখের ০৫-১৮৪.০২৭.০০.০২.০১০.২০১২-৪৮৯ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে "অদক্ষতা" ও "অসদাচারণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাবে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫-০২-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র দাখিল করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার নথি এবং দাখিলকৃত প্রমাণপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) এবং ৩(বি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচারণ" এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, জনাব মিনা মাসুদ উজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ৬৮৭৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, মাগুরা বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) এবং ৩(বি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচারণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৯/১০ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১২-১০৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ৬৩০৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৯-১২-২০০৯ তারিখ হতে গত ২১-০৪-২০১১ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে বেগম নাসরিন জাহান ফাতেমা, ভাইস চেয়ারম্যান, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট এবং জনৈক শামীম আহমেদ গং কর্তৃক আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচারণ" ও "দুর্নীতি"র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-৭-২০১২ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১২-৩০৩ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০১-০৮-২০১২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করেন। তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অধিকতর তদন্তের জন্য বেগম শামীমা ইয়াসমিন (৫২১০), উপ-সচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা উভয়পক্ষের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার নথিসহ বিভিন্ন অফিস হতে সংগ্রহকৃত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ৬৩০৬) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(ডি) মোতাবেক "দুর্নীতি"র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি, তবে বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ৬৩০৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর ১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হল। ২(দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা না হলে তাঁর যা বেতন পাওনা হতো সেভাবে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। তবে তিনি কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ ফাল্গুন ১৪১৯/২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১১০.২৮.০৬৩.০৯-২১২—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০১২ তারিখের ০৫.১৫১.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০ (অংশ-১)-৩০১ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২-১০-২০১২ তারিখের ০৭.১০৩.০১৮.০৫.০৭.০১৭.২০১২-৩৭৬ নং স্মারক অনুসরণে এ মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় ০৩ (তিন)টি কম্পিউটার ও ০১(এক)টি প্রিন্টার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

হাফছা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জানুয়ারি ২০১৩/২০ পৌষ ১৪১৯

নং ১২.০১২.০৩১.০২.০২.০০৩.২০১০-৯১—যেহেতু বেগম মোছাঃ রাহিলা খানম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), কৃষি মন্ত্রণালয় হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৯-২০১১ তারিখের ৮৮৬নং স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু বেগম মোছাঃ রাহিলা খানম বিগত ২৬-০৯-২০১১ তারিখে উক্ত কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন কিন্তু তিনি কোন ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেননি;

যেহেতু তিনি আনীত অভিযোগের বিষয়ে কোন সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে পারেননি তাই সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য ০৩-১০-২০১১ তারিখের ৯৫৩ নম্বর পত্রমূলে জনাব মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে স্মারক নং ১৩৬৮, তারিখ ১৩-১২-২০১১ মারফত তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন এবং এ বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩) (বি) বিধি মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করার প্রস্তাব করে অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৭-২০১২ তারিখের ৬৫২ নম্বর স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানপূর্বক ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিগত ২৩-০৭-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং উক্ত জবাব পরীক্ষান্তে তা সন্তোষজনক না হওয়ায় উল্লিখিত বিধিমালার ৭(৭) বিধি মোতাবেক অত্র মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৮-২০১২ তারিখে ৭৬৯ নম্বর স্মারক মারফত অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম মোছাঃ রাহিলা খানম-কে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)" এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়কে অনুরোধ জানানো হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় উহার ০১-১১-২০১২ তারিখের ২৬৯ নম্বর পত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম মোছাঃ রাহিলা খানম কে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক বেগম মোছাঃ রাহিলা খানম কে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সৈয়দ মুস্তাফীজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০০৩.১২-৩৫৯—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য যুগ্ম-সচিব জনাব তপন কুমার দাস (পরিচিতি নম্বর ২০৯১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন গত ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখ বুধবার বিকাল ০৯.০০ টায় মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরস্থ Ampang Hospital এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

২। প্রয়াত তপন কুমার দাস ০২ মে ১৯৫৭ খ্রিঃ তারিখ পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পটুয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে বি.এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২১ জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২১ এপ্রিল ২০০৫ তারিখ উপ-সচিব এবং ২১-১১-২০১০ তারিখ যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। প্রয়াত তপন কুমার দাস দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যাসহ বহু আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রয়াত তপন কুমার দাস এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ০১ এপ্রিল ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৫/২০১২-২০৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ ওমর ফারুক, পিতা মৃত কাজী জসিম উদ্দিন খন্দকার, গ্রাম+ডাকঘর কাজিয়াতল, উপজেলা মুরাদনগর, জেলা কুমিল্লা)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ১৯নং দারোয়া ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ রবিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।